MAARON BATAS by SUCHITRA BHOTTACHARYA

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com

সুচিত্রা ভট্টাচার্য
মারণ বাতাস
www.MurchOna.com
মূর্ছনা

মূর্ছনা

www.MurchOna.com

Archives of eBooks, Music & Videos

বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত

suman_ahm@yahoo.com

মারণ বাতাস

ইদানীং কাজেকর্মে অফিসপাড়ায় এলে একবার করে লালবাজারে ঢুঁ মেরে যায় মিতিন। ডিসি ডিডি অনিশ্চয় মজুমদারের ঘরে বসে কিছুক্ষণ চা-টা খায়, গল্পসল্প করে। পেশার সূত্রে অনিশ্চয়ের সঙ্গে তার সৌহার্দ্য অনেক বেড়েছে, সাংঘাতিক ব্যস্ততা না থাকলে অনিশ্চয়ও তাকে দেখলে খুশি হন খুব, মহা আনন্দে আড্ডা জমান। সময়টা মিতিনের মন্দ কাটে না। শিক্ষালাভও হয়। অনিশ্চয়ের দীর্ঘ পুলিশজীবনের অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনাও তো এক ধরনের শিক্ষাই।

বিকেলে চেম্বারে পা রাখতেই ডিসিসাহেব হই হই করে উঠলেন, আরে ম্যাডাম, আসুন আসুন। ভালো দিনেই এসেছেন। আজ খাঁচায় এক আজব চিড়িয়া ধরা পড়েছে।

—চিড়িয়া? মিতিন ভুরু কোঁচকাল।

—ইয়েস। চিড়িয়া। বুলবুলও বলতে পারেন।

কাঁধের দোপাট্টা ঠিক করতে করতে মিতিন চেয়ারে বসল, কী কেস বলুন তো?

—পরশু খবরের কাগজে পড়েছিলেন? আলিপুরের মাল্টিস্টোরেড বিল্ডিং আকাশলীনায় এক পঙ্গু তরুণের রহস্যজনক মৃত্যু?

—সৌম্যরূপ চৌধুরী? বয়স তেত্রিশ, ঘরে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে, শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই, অ্যাপারেন্টলি মনে হয়েছিল হার্টঅ্যাটাক, কিন্তু ডাক্তার ফাউল প্লে আছে বলে সন্দেহ করছে....

—বাহ্ , খুব খুঁটিয়ে পড়েছেন তো! টেবিলের পেপার ওয়েটটাকে এক পাক ঘুরিয়ে দিলেন অনিশ্চয়, বডি আমরা পোস্টমর্টেমে পাঠিয়েছিলাম। ইটস্ আ কেস অফ প্ল্যানড্ হোমিসাইড।

—তাই?

www.MurchOna.com

—হুম্। সর্বত্র তো আমাদের কলকাতা পুলিশের বদনাম। আমাদের নাকি আঠারো মাসে বছর! আর এই কেসের মার্ডারার আজই কট্। উইদিন বাহাত্তর ঘন্টা।

—আচ্ছা? আপনারা দেখছি তাহলে সত্যিই জেগে উঠেছেন। মিতিন একটু ঠাট্টা করার লোভ সামলাতে পারল না। হাসতে হাসতেই বলল, তা সেই দুরাত্মাটি কে?

—খুব তো গোয়েন্দাগিরির এজেন্সি খুলে পয়সা কামাচ্ছেন, গেস্ করুন তো কে?

—আমি কী করে বলব। কেসটার আমি কীই বা জানি। মিতিন চুল দোলালো, হবে কোনও শত্রুফত্রু।

—শত্রু তো বটেই। যাকে বলে জাতশত্রু। অনিশ্চয় দাঁত ছড়িয়ে হাসলেন, হেঁ হেঁ, বুঝলেন না তো। ম্যারেড মানুষের জাতশত্রু তো একজনই। স্ত্রী। ওয়াইফ্।

—বউ খুনি? মিতিন পলকে টানটান।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বধূহত্যার খবর পড়ে আপনারা তো খুব তিড়িংবিড়িং লাফান। কথায় কথায় বরের নামে ফোর নাইন্টি এইট ঠুকছেন। স্বামীহত্যার কেস শুনেই অমনি কানে লেগে গেল, অ্যাঁ?

—তা নয়। তবু, কাগজে পড়লাম... লোকটা পঙ্গু ছিল...

—আপনারা সব পারেন ম্যাডাম। মেয়েদের ডিক্শনারিতে দয়ামায়া বলে কোনও শব্দ নেই। অনিশ্চয় নড়েচড়ে বসলেন, ভাবতে পারবেন না কীভাবে খুন করেছে। একেবারে কোল্ড ব্লাডেড মার্ডার। ইন আ মোস্ট স্যাভেজ ম্যানার।

—কী রকম?

—এয়ার এম্বলিজম্। ফাঁকা সিরিঞ্জের বাতাস ভিক্টিমের বডিতে পুশ করে...সঙ্গে সঙ্গে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট। অক্কা।

—ও নোহ্। কিন্তু এই মেথডের খুন তো সহজে ধরা যায় না?

—সেই জন্যই তো চান্সটা নিয়েছিল। তবে ঝানু ডাক্তারের চোখ এড়াবে কী করে! সিরিঞ্জে বেশ কয়েক ড্রপ ব্লাড এসে গিয়েছিল। দেখেই ডাক্তার বলে দিলেন, এটা নরমাল ইন্জেকশান পুশ করার কেস নয়।

—দারুণ ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে?

—ইন্টারেস্টিং তো বটেই, তবে সিম্পল। গল্প একেবারে দুয়ে দুয়ে চার।

—কী রকম? কী রকম?

—কৌতূহল হচ্ছে তো? হা হা হা, কিউরিওসিটি দাই নেম ইজ উয়োম্যান।

—আহা, বলুনই না।

—বলছি, বলছি। আমি নিজে ইন্ভেস্টিগেশানে গিয়েছিলাম। আপনাকে পুরো ডিটেল দিয়ে দিচ্ছি, দেখুন, কোনও ফাঁকফোকর খুঁজে পান কিনা। তার আগে বলুন, চা খাবেন না কফি?

www.MurchOna.com

—কফিই চলুক।

বেল বাজিয়ে কফি বিস্কিটের অর্ডার দিয়ে সৌম্যরূপ-উপাখ্যান শুরু করলেন অনিশ্চয়। তাঁর গল্প বলার ভঙ্গিটি বেশ বৈঠকি ধরনের। তারিয়ে তারিয়ে রসিয়ে রসিয়ে বলেন কিছুটা, থেমে যান হঠাৎ হঠাৎ, লক্ষ করেন শ্রোতার প্রতিক্রিয়া। টুকরো-টাকরা নিজস্ব টিপ্পনীও জোড়েন মাঝে মাঝে। তাতে গল্প আরও জমে যায়। গল্পের মধ্যে আজ ছেদও পড়ল অল্পস্বল্প। ফাইল হাতে অফিসাররা ঢুকছে, সইসাবুদ করিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কিংবা বেজে উঠছে টেলিফোন।

মোটামুটি কাহিনীটা এরকম।

সৌম্যরূপ চৌধুরীর সঙ্গে চিত্রলেখা রায়ের বিয়ে হয়েছিল বছর চারেক আগে। প্রেমের বিয়ে নয়, সম্বন্ধের বিয়ে। চিত্রলেখার বাপের বাড়ির অবস্থা ভালোই। বাবা রেলের অফিসার, মা স্কুলে পড়ান, চিত্রলেখা তাঁদের একমাত্র সন্তান, বেহালায় তাঁদের নিজস্ব দোতলা বাড়ি। সৌম্যরূপরাও পয়সাঅলা ঘর। বাবা ডাক্তার ছিলেন, নিউরোলজিস্ট, ভালোই পশার ছিল। মা-ও যথেষ্ট শিক্ষিত, এম এ পাস, তবে নির্ভেজাল হাউসওয়াইফ। সৌম্যরূপের একটি ভাইও আছে। অভিরূপ। অনিশ্চয়ের মতে সেটি একটি অকালকুষ্মাণ্ড। ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়স হয়েছে, চাকরিবাকরির কোনও চেষ্টা নেই , বাপের রেখে যাওয়া পয়সায় খায়দায়, মস্তি মানায়, পপ্ মিউজিক না র‍্যাপ মিউজিক কীসের একটা দলে ঝ্যাং ঝ্যাং এদিক -ওদিক গিটার বাজিয়ে বেড়ায়। পড়াশুনোর দৌড় গ্র্যাজুয়েশান অবধি, তাও কেঁদে-ককিয়ে।

লেখাপড়ায় ব্রিলিয়ান্ট ছিল সৌম্যরূপ। হায়ার সেকেন্ডারিতে প্রথম একশোজনের মধ্যে ছিল। চাকরিও সে খুব একটা খারাপ করত না। মাত্র উনত্রিশ বছর বয়সেই পিটারসন ইন্ডিয়ার ডেপুটি মার্কেটিং ম্যানেজার। চিত্রলেখাও হাইলি কোয়ালিফায়েড। ফিজিওলজির এম এস সি। অর্থাৎ সৌম্যরূপ আর চিত্রলেখা ছিল পারফেক্ট গুড ম্যাচ্।

বিয়ের পর দুজনে দিব্যি ছিল, প্রবলেম শুরু হল বিয়ের মাস ছয়েক পর থেকে। দুজনে দার্জিলিং গ্যাংটক বেড়াতে গিয়েছিল, সেখানে নাকি কোনও পাথুরে রাস্তায় আছাড় খেয়েছিল সৌম্যরূপ, তখন থেকেই তার অসুখের সূত্রপাত। প্রথমে স্যাক্রোইলিয়াটিস। কোমরে অসহ্য ব্যথা, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, হাঁটতে পারে না...। গ্যাংটকেই ডাক্তার দেখিয়েছিল, কলকাত্তয় ফেরার পর ছেলের বাবাই ছেলের চিকিৎসা করতে থাকেন। এমন সময়ে চিত্রলেখা একটি চাকরি পেয়ে গেল। কলেজে। শ্বশুর শাশুড়ির বিশেষ মত ছিল না। সৌম্যরূপের তো ছিলই না। তবু সবার আপত্তি উপেক্ষা করে চাকরিতে যোগ দিল মেয়েটা। সম্ভবত তখন থেকেই স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক তিক্ত হয়ে পড়ে।

www.MurchOna.com

নিজের চাকরি যখন যায় যায়, তখনই বউ একটা ভালো কাজ পেয়ে গেল, কটা স্বামীই বা এ অবস্থা খুশি মনে মেনে নিতে পারে!

ইতিমধ্যে সৌম্যরূপের অসুস্থতা আরও খারাপের দিকে গড়াচ্ছিল। বাবা নিজে তো চিকিৎসা চালাচ্ছিলেনই, এককাঁড়ি স্পেশালিস্টও এনে দেখিয়েছেন। কিন্তু লাভ হচ্ছিল না কোনও। বছর দেড়েকের মাথায় পুরোপুরি শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল সৌম্যরূপ। শিরদাঁড়া একদম স্টিফ, যাকে বলে ব্যাম্বুস্পাইন। সর্বক্ষণ হাত-পা ঝিনঝিন, ঘাড়ে কোমরে ব্যথা... অ্যাঙ্কাইলোজিং স্পন্ডিলাইটিস বেচারিকে সম্পূর্ণ ইনভ্যালিড করে দিল।

এরকম একটা সময়ে সৌম্যরূপের বাবা মারা যান। হঠাৎই। সেরিব্রাল অ্যাটাক। ছেলের চিন্তায় ভয়ঙ্কর উদ্বিগ্ন থাকতেন, বোধহয় তারই পরিণাম। ভদ্রলোকের মৃত্যুর বছরখানেকের মধ্যেই চিত্রলেখা শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে বেহালায় বাপের বাড়ি চলে যায়। তারপর থেকে একদমই আর যেত না সৌম্যরূপের কাছে।

কিন্তু হঠাৎ গত সোমবার সন্ধেবেলা চিত্রলেখা সৌম্যরূপের বাড়ি এসে হাজির। স্বামীকে ডির্ভোস পেপার সই করানোর জন্য। আধঘণ্টা একঘণ্টা মতন ছিল। সে চলে যাওয়ার পরই ছেলেটাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। সৌম্যরূপের মা ছেলের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে ভেবেই তড়িঘড়ি ডাক্তারকে কল দেন, কিন্তু ডাক্তার এসেই গোটা ব্যাপারটা ঘুলিয়ে দেয়। বছর দুয়েক ধরেই সৌম্যরূপের হাতে স্ক্যাল্প ভেন সেট লাগানো থাকত। ইনজেকশন দিয়ে দিয়ে আর শিরা খুঁজে পাওয়া যেত না বলে ওই স্ক্যাল্প ভেন সেটের মধ্যে দিয়ে ইনজেকশান পুশ করা হত পেশেন্টকে। বাড়ির যে কেউই দিয়ে দিতে পারত। ঘুমের ইনজেকশান, ব্যথার ইনজেকশান...। ওই স্ক্যাল্প ভেন সেটেই একটা পঞ্চাশ সিসির সিরিঞ্জ লাগানো ছিল সেদিন, রক্তের ফোঁটাসুদ্ধ। ওই সিরিঞ্জের গায়ে চিত্রলেখার আঙুলের ছাপও পাওয়া গেছে। এমন একটি মোক্ষম প্রমাণ হাতে এসে যাওয়ার পর মেয়েটিকে ধরতে পুলিশের আর সময় লাগেনি।

মিতিন প্রায় নিঃশব্দে শুনল পুরোটা। কফি এসে গেছে, চুমুক দিচ্ছে কাপে। ভাবছে কী যেন।

অনিশ্চয় মজুমদার ভুরু নাচালেন, কী? গল্পে ফাঁক পেলেন কিছু? মেয়েটার ফেভারে?

—ফাঁক কী বলছেন? আমি তো ইয়া বড়ো বড়ো গর্ত দেখতে পাচ্ছি। মেয়েটা কখন এসেছিল, কটায় গেল, কখন ডেডবডি আবিষ্কার হল, এসব তো কিছুই বললেন না।

www.MurchOna.com

—ওগুলো সব ফুলপ্রুফ। আমরা বাজিয়ে দেখেছি। মেয়েটা এসেছিল সওয়া আটটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে, গেছে ঠিক নটায়। ফ্ল্যাটবাড়ির দারোয়ান চিত্রলেখার আসা-যাওয়া দুইয়েরই সাক্ষী। ডেডবডি আবিষ্কার হয়েছে অ্যারাউন্ড সাড়ে দশটা।

—কে আবিষ্কার করেন?

—সৌম্যরূপের মা।

—মারা যাওয়ার দেড় ঘণ্টা পর কেন?

—চিত্রলেখাকে দেখেই সৌম্যরূপের মা পাশের ফ্ল্যাটে চলে গিয়েছিলেন। বোঝেনই তো, ছেলের এই দশায় বউ তাকে ডির্ভোস করতে চাইছে... কোন শাশুড়ি এমন পুত্রবধূর মুখদর্শন করতে চায়। সাড়ে নটা নাগাদ অবশ্য তিনি ফিরে আসেন। এসে পরদা সরিয়ে ছেলেকে একবার দেখেও গেছেন। ছেলে ঘুমোচ্ছে ভেবে তাকে আর ডাকেননি। মোটামুটি সাড়ে দশটা নাগাদ রাতের খাবার খেত সৌম্যরূপ, তখনও ছেলে সাড়া দিচ্ছে না দেখে...। ডাক্তার এসেছিল রাত এগারোটা নাগাদ। তখন সবে রাইগার মর্টিস সেট ইন করতে শুরু করেছে। ডাক্তারবাবুই মৃত্যুর টাইম লিখে দিয়েছেন— রাত্তির নটা। অনিশ্চয় কফি শেষ করে পেয়ালা পিরিচ টেবিলে রাখলেন, ড্রয়ার থেকে সিগারেটের পাউচ বার করেছেন। হাতের চেটোয় তামাক পিষতে পিষতে বললেন, ইঞ্জেকশানটা ফুঁড়ে দিয়েই দুদ্দাড়িয়ে পালিয়ে ছিলেন লীলাময়ী। সিরিঞ্জটা যে খুলে সরিয়ে ফেলতে হয়, এ হুঁশও তখন আর ছিল না। বোঝেনই তো খুনি একটা না একটা ভুল করেই।

—তবু...

—কী তবু?

—খুনের মোটিভটা কী? যার সঙ্গে তার ছাড়াছাড়িই হয়ে যাচ্ছে, তাকে খামোকা খুন করতে যাবে কেন?

—ওইটেই তো খেলা। ওই জন্যই তো বললাম, আজব চিড়িয়া। পাকানো সিগারেট ঠোঁটে ঝুলিয়ে লাইটার জ্বালালেন অনিশ্চয়। আগুনের শিখা ধরে রেখে চোখ টিপে বললেন, ডিভোর্সের কাগজটা ক্যামোফ্লেজ। ছুতো। ওই ফ্ল্যাটে এনট্রি নেওয়ার একটা পাসপোর্ট। ও জানত বরকে নিরালায় পাবেই।.... ডিভোর্স-টিভোর্সের ওর কিছু দরকার নেই, বর টেসে গেলে বরের ন্যাচারাল ওয়ারিশন হিসেবে তার ভাগের সম্পত্তির প্রতিটি পাইপয়সা হাতে চলে আসবে। আর তাই নিয়ে ড্যাং ড্যাং করে নতুন শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে উঠবে। কী নিঁখুত প্ল্যান।

—চিত্রলেখা আবার বিয়ে করছিল নাকি?

—তবে আর বলছি কী? লটঘট চালাচ্ছিল তো গুণময়ী। নিজের কলেজের এক

www.MurchOna.com

প্রফেসারের সঙ্গে। বেচারা সৌম্যরূপ হয়ে গিয়েছিল ডগ্ ইন দা ম্যান্জার। এমন একটা মতলব ভাঁজল যাতে ডগ ভি খতম, মালকড়িও হাতে এসে গেল, লোকে নিন্দেও করতে পারবেনা, সবাই বলবে আহা কচি বিধবা নতুন করে যদি জীবন শুরু করেই...। সবই ঠিকঠাক ছিল, আলমারি থেকে গয়নাগাঁটিগুলো পর্যন্ত বের করে নিয়েছিল, শুধু ওই সিরিঞ্জটা যদি খুলে নিয়ে যেত...

—আচ্ছা, এক সেকেন্ড। সৌম্যরূপকে ব্যথার ইঞ্জেকশান, ঘুমের ওষুধ, সবই কি ওই পঞ্চাশ সিসি সিরিঞ্জ দিয়ে দেওয়া হত? ওগুলো তো ছোট ইঞ্জেকশান, পাঁচ সিসির সিরিঞ্জ হলেই হয়ে যায়।

—ওই গোবদা সিরিঞ্জ তো অন্য কাজের জন্য রাখা থাকত। সৌম্যরূপের যখন খুব বাড়াবাড়ি চলত, তখন নাকি নাকে একটা টিউব ফিট করে ওকে খাওয়ানো হত।

—রাইলস টিউব?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। ওই সব স্যুপ-ট্যুপ পঞ্চাশ সিসি সিরিঞ্জটায় ভরে ভায়া রাইলস টিউব ফিড দেওয়া হত পেশেন্টকে। মেয়েটা কী ধড়িবাজ দেখুন। জানত, বড়ো সিরিঞ্জ ছাড়া এয়ার এম্বলিজম করা যায় না।... ফিজিওলজির স্টুডেন্ট তো....।

—হুম। মিতিন একটুক্ষণ চুপ থেকে ফের জিজ্ঞেস করল, একটা কথা। মেয়েটা কদ্দিন আগে সৌম্যরূপকে ছেড়ে চলে গেছিল?

—এই তো লাস্ট পুজোর আগে.... ধরুন প্রায় আট-ন- মাস।

—কেন গেছিল?

—আশিক জুটে গেছিল, তাই। শ্বশুরবাড়িতে থেকে প্রেম করার অসুবিধা হচ্ছিল। অবশ্য মেয়ের বাপ মা অন্য কথা বলছে। তাদের বক্তব্য, সৌম্যরূপ অসম্ভব খিটখিটে হয়ে গিয়েছিল, যাচ্ছেতাই গালিগালাজ করত বউকে, নোংরা নোংরা কথা বলত... এমন চেঁচামেচি করত যে নার্স পর্যন্ত টিকত না। অনিশ্চয় হুশ হুশ দুটো টান দিয়ে সিগারেট গুঁজলেন অ্যাশট্রেতে, তবে বাপ মা মেয়েকে ভালো প্রমাণ করার জন্য এসব তো বলবেই।

—কিন্তু কথাগুলো তো মিথ্যে নাও হতে পারে।

—ডাজনট ম্যাটার। চিত্রলেখা যে ইদানীং প্রেম করছিল, এটা ওর বাবা মাও অস্বীকার করতে পারেনি। আমাদের পক্ষে ওটাই যথেষ্ট।

—উমম্।.... আর সৌম্যরূপের ভাইটা সেদিন কোথায় ছিল? সন্ধেবেলা?

—ওই যে বললাম, ব্যান্ডপার্টি, পপ-মিউজিক। বাবু সেদিন দলবল নিয়ে যাদবপুর ইউনিভার্সিটির অ্যানুয়াল ফাংশানে প্রোগ্রাম করছিলেন। আমি ক্রস চেক্ করে নিয়েছি। ছেলেটা তখন ওখানেই ছিল।

www.MurchOna.com

—ফিরেছে কখন?

—রাত বারোটার পর। আমাদের আলিপুর থানা তখন অকুস্থলে পৌঁছে গেছে। পুলিশ দেখে ছোকরা নাকি ঠকঠক কাঁপছিল। জোর শক পেয়েছে, আর কি। যতই হোক, দাদার মৃত্যু বলে কথা...

—সৌম্যরূপের মার এখন কী অবস্থা?

—পাথর। এক্কেবারে পাথর। মাত্র দুবছরের মধ্যে এমন বড়ো বড়ো দুটো আঘাত...। স্বামী গেল, ছেলে গেল...। অনিশ্চয়ের মুখে হালকা ছায়া, আমার তো মেয়েটার বাবা-মার কথা ভেবেও খারাপ লাগছে। আজ নাকি খুব ছোটাছুটি করেছে কোর্টে, তাও তো মেয়ে বেল পেল না। এখন সাত দিনের পুলিশ কাস্টডি।.. কী কপাল। ওই বজ্জাত মেয়ের জন্য বাপ মার মানসম্মান ধুলোয় মিশে গেল।

—মেয়েটা এজাহার দিয়েছে? স্বীকার করেছে সব?

—ওফ, সে মেয়ে যে কী ঠ্যাটা। মুখে একদম কুলুপ এঁটে বসে আছে। শুধু একটিই বুলি তোতাপাখির মতো আউড়ে যাচ্ছে। আমি সৌম্যকে মারিনি। আমি বেরিয়ে আসার সময়ে সৌম্য যন্ত্রণায় ছটফট করছিল, আমি ওকে মেপে দু সিসি কাম্পোজ ইঞ্জেকশান দিয়েছিলাম। সৌম্যরই রিকোয়েস্টে। তার বেশি আমি আর কিছু জানি না।

মিতিন কী যেন চিন্তা করল একটু। ঘড়িও দেখল একবার। পার্থ আজ চটপট ফিরে আসবে বাড়িতে, সন্ধেবেলা বুমবুমকে নিয়ে দিদির বাড়ি যাওয়ার কথা। কিন্তু উঠতে ইচ্ছে করছে না। কেসটা যেন টানছে, চুম্বকের মতো।

মিতিন বলেই ফেলল, পুলিশি কাস্টডি মানে মেয়েটা তো এখন এখানেই আছে? এই লালবাজারেই?

অনিশ্চয় হাত ওল্টালো, আর কোথায় যাবে? তিনি এখন লক্আপ আলো করে আছেন।

—একটু দেখা যায় মেয়েটিকে?

—কেন?

—দেখতাম। কথা বলতাম একটু।

— আপনার থার্ড আই দিয়ে নতুন কিছু আবিষ্কার করতে চান,অ্যাঁ? অনিশ্চয় হো হো হেসে উঠলেন, আরে ম্যাডাম, গল্পে উপন্যাসে আপনাদের, আই মিন পেশাদার গোয়েন্দাদের, যতই গুণগান করা হোক না কেন, আসল কাজ কিন্তু করি আমরাই। জহুরি যেমন রত্ন চেনে, আমরাও তেমন ক্রিমিনালদের চিনি। আমাদের খুব একটা ভুল হয় না। আপনি শত চেষ্টাতেও ওকে বাঁচাতে পারবেন না।

www.MurchOna.com

— কে বলল আমি বাঁচাতে চাই? আমি জাস্ট যাচাই করতে চাই। আমার সিক্সথ্ সেন্স বলছে, কোথাও একটা ফাঁক রয়ে যাচ্ছে। মোটিভ ঠিক ক্লিয়ার হচ্ছে না।

—ও. কে.। দেখুন যাচাই করে। কয়লা যদি হিরে বনে যায়....।

একজন অফিসারকে তলব করে চাপা গলায় নির্দেশ দিলেন অনিশ্চয়। মিনিট পনেরোর মধ্যেই বন্দিনী হাজির। সঙ্গে ইউনিফর্ম শোভিতা দুই মহিলা প্রহরী।

কয়েক মুহূর্ত স্থির চোখে চিত্রলেখাকে দেখল মিতিন। বয়স বড়জোর সাতাশ-আঠাশ। সাধারণ বাঙালি মেয়েদের তুলনায় একটু লম্বা, দোহারা চেহারা, রং মোটামুটি ফর্সার দিকে, মুখখানা ভারি মিষ্টি, লাবণ্যমাখা। তবে ওই মুখে এখন ঘন মেঘ জমে আছে, বাইরের আকাশের মতো। চুলটুল উশকোখুশকো চিত্রলেখার, ভাসা ভাসা চোখের নীচে গাঢ় কালির পোঁচ। মাত্র কয়েক ঘণ্টাতেই। দু গালে সাদা খড়ির দাগ। কাঁদছিল কি?

অনিশ্চয় গমগমে গলায় বললেন, আপনাকে কেন ডাকা হয়েছে বুঝতে পারছেন? চিত্রলেখা উত্তর দিল না। মুখ ফিরিয়েছে অন্য দিকে।

—ইনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। যা প্রশ্ন করবেন, ঠিক ঠিক জবাব দেবেন।

চিত্রলেখা ভাবলেশহীন।

মিতিন মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করল, শুনলাম আপনি কলেজে চাকরি করেন। কোন কলেজে?

চিত্রলেখা ঘুরে তাকালই না। স্থির চোখে দেওয়াল দেখছে।

অনিশ্চয় গর্জে উঠলেন, কী হল? জবাব কই?

শব্দের অভিঘাতে যেন কেঁপে উঠল চিত্রলেখা। ঘাড় ঘোরাল একবার। চোয়াল শক্ত করে রেখেছে, তবে ওঠাপড়া করছে কণ্ঠনালী। আবার চট করে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

মিতিন অপ্রস্তুত মুখে উঠে দাঁড়াল। আলতো হাত রেখেছে গিয়ে মেয়েটার পিঠে। টেনে পাশের চেয়ারে বসাল।

কোমল গলায় বলল, নার্ভাস হচ্ছেন কেন? আমি আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী।

কথাটা যেন কানেই গেল না চিত্রলেখার। কাঠের পুতুলের মতো বসে আছে।

মিতিন গলা আরও নরম করল, কথা বলবেন না?

ঠোঁট নড়ল চিত্রলেখার, আমার বলার কিছু নেই। আমি তো দোষী সাব্যস্ত হয়েই গেছি।

www.MurchOna.com

—মোটেই না। যতক্ষণ পর্যন্ত না জজ রায় দিচ্ছেন, ততক্ষণ অবধি আপনি দোষী নন...।

আমাকে একটা উত্তর দেবেন? আপনাকে দেখে সৌম্যরূপের সেদিন কী রিঅ্যাকশান হয়েছিল?

—বলে কী লাভ? কে বিশ্বাস করবে? চিত্রালেখা নাক টানল, সৌম্য সেদিন আশ্চর্য রকম শান্ত ছিল। এক কথায় সই করে দিয়েছিল। নিজেই বলল গয়নার বাক্সটা নিয়ে যেতে।

—বেশ।... এবার বলুন তো অত বড়ো সিরিঞ্জে ইনজেকশান দিতে গেলেন কেন?

চিত্রলেখার ভুরু কুঁচকে গেল, ছোট সিরিঞ্জ খুঁজে পাইনি তাই। ওটাই হাতের কাছে ছিল... সৌম্যই বলল...

—আপনি জানেন, সিরিঞ্জে বাবলস্ থাকলে মানুষ মারা যেতে পারে?

—জানি। কিন্তু আমি সৌম্যকে মারিনি।

—ফের এক কথা? ঘর কাঁপিয়ে ধমকে উঠলেন অনিশ্চয়, তুমি মারোনি তো কে মেরেছে? ভূত?

তীব্র দৃষ্টি হেনে বারেক অনিশ্চয়কে দেখল চিত্রলেখা। তারপর মাথা হেঁট করে বসে আছে। মিতিন একটু সময় নিয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনি যে ডিভোর্সের কাগজপত্র নিয়ে যাচ্ছেন, আপনার স্বামী জানতেন?

চিত্রলেখা নীরব।

—আপনি যখন ফ্ল্যাট থেকে চলে এলেন, তখন কি আপনার শাশুড়ি ফিরে এসেছিলেন?

জবাব নেই।

—আপনার সঙ্গে শাশুড়ি দেওরের রিলেশান কেমন ছিল?

এবারও উত্তর নেই। চিত্রলেখা যেন এখন গ্রানাইটের দেওয়াল, প্রতিটি প্রশ্নই প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসছে মিতিনের কাছে। আরও দু-একটা জিজ্ঞাসা ছুঁড়ে হাল ছেড়ে দিল মিতিন। হেলান দিয়ে বসেছে চেয়ারে।

অনিশ্চয়ের নির্দেশে চিত্রলেখাকে নিয়ে চলে গেল দুই মহিলা প্রহরী। ঘর ফাঁকা হতেই অনিশ্চয় বললেন, দেখেছেন তো কেমন ঠ্যাটা? কোথায় বর মরেছে, একটু চোখের জল থাকবে, অনুশোচনা হবে, তা নয়... দেখে নেবেন আমি ওকে ফাঁসিতে লটকাব।

মিতিন গুম হয়ে বসেছিল, হঠাৎ বলে উঠল, আমি আপনাকে একটা রিকোয়েস্ট করব মিস্টার মজুমদার?

www.MurchOna.com

—বলুন।

—আমি কি ওর বাড়ির লোকজনকে একটু মিট্ করতে পারি? মানে আনঅফিশিয়ালি?

—এখনও সংশয়?

—উঁহু। কৌতূহল। মিতিন বায়নার সুরে বলল, প্লিজ দাদা, আমি কেসটা একটু স্টাডি করতে চাই। পরে হয়তো আমার কাজে লাগবে।

—ও. কে.। আমাদের ইনভেস্টিগেশানটাকে ডিস্টার্ব না করে যা খুশি করতে পারেন।

মিতিন আর বসল না। দুটো-একটা কথা বলে উঠে পড়ল। চিন্তিত মুখে। পথে বেরিয়ে ব্যাগ থেকে চিরকুটটা বার করে দেখল একবার। আলিপুর অ্যাভেনিউয়ের ঠিকানা, বেশ পশ এলাকা। আজই কি যাবে একবার?

থাক, পার্থ চিন্তায় পড়ে যাবে। বরং কাল সকালই ভালো।

দুই

আকাশলীনা বাড়িখানা বিশাল। আটতলা। প্রতিটি তলায় ছ'খানা করে ফ্ল্যাট, দুটি লিফ্ট দুদিকে অনবরত ওঠানামা করছে। গেটে শ্যেনচক্ষু মেলে বসে আছে সিকিউরিটি। তারাই এ বাড়ির দারোয়ান। গেট পেরোতে গেলে যে কোনও অপরিচিত লোককেই তাদের খাতায় নাম লিখিয়ে ঢুকতে হয়। কোথায় যাচ্ছে সেটাও। নিয়ম।

মিতিন অবশ্য লিফ্ট নিল না। হেঁটে হেঁটে উঠল চারতলায়। প্রতি তলাতেই প্রকাণ্ড প্যাসেজ। উঠতে উঠতে দেখছিল মিতিন। কী সুন্দর ঝকঝকে বাড়ি। একটা ধুলোর কণা পর্যন্ত নেই। আহা কবে যে মিতিনদের নিজস্ব বাড়ি হবে!

নির্দিষ্ট ফ্ল্যাটের বেল টিপতেই দরজা খুলেছে এক তরুণ। টকটকে ফর্সা রঙ, পরনে পায়জামা পাঞ্জাবি, নিখুঁত কামানো গাল। একমাথা চুল ফুলে ফুলে আছে। চোখটাও ফোলা ফোলা, দেখে মনে হয় এইমাত্র ঘুম থেকে উঠল।

যুবকটি কায়দা করে জিজ্ঞেস করল, ইয়েস?

মিতিন সপ্রতিভ গলায় বলল, আপনিই নিশ্চয়ই অভিরূপ চৌধুরী?

যুবকের চোখ সরু হল, আপনি...?

—আমার নাম প্রজ্ঞাপারমিতা মুখোপাধ্যায়। আমি লালবাজার থেকে আসছি। আপনার দাদা সৌম্যরূপ চৌধুরীর মৃত্যুর ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ আছে।

অভিরূপের মুখচোখ পলকে বদলে গেছে। পাংশু মুখে বলল, আর জিজ্ঞাসাবাদের কী আছে? মার্ডারার তো অলরেডি অ্যারেস্টেড।

www.MurchOna.com

—তা হয়েছে। কিন্তু কেস সাজাতে গেলে আরও তো কিছু ইনফরমেশান দরকার। আশা করি আপনারা সহযোগিতা করবেন।

—ও, শিওর। অভিরূপ দরজা ছেড়ে দাঁড়াল, আসুন।

ফ্ল্যাটের ভেতরে ঢুকে মিতিন চমকিত। অতিকায় ড্রয়িং হল, শ্বেতপাথরের মেঝে, মহার্ঘ সব ফার্নিচার, কোণে দেওয়ালজোড়া অ্যাকোরিয়াম। বৈভব যেন চারিদিক থেকে ঠিকরে পড়ছে। এ-বাড়ির সম্পত্তির লোভে এক আধটা খুন ঘটে যেতেই পারে।

লম্বা টানা নরম সোফায় এসে বসল মিতিন। অভিরূপ ভেতরে গিয়েছিল, এক মধ্যবয়সী মহিলাকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। মহিলা তেমন সুশ্রী নন, বরং বেশ কুরূপাই, তবে গায়ের রঙটি ক্যাটকেটে সাদা। মুখ চোখ কেমন নিষ্প্রাণ মহিলার, দৃষ্টি শূন্য, দেখেই বোঝা যায় এখনও শোক সামলে ওঠেননি।

মিতিন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, জানি আপনাদের বিরক্ত করা হচ্ছে। তবু কয়েকটা প্রশ্ন না করলে তো...

—না, বলুন। মহিলা উল্টো দিকের সোফায় বসলেন, আমি ঠিক আছি।

—আমি আপনাদের একটু আলাদা আলাদা করে প্রশ্ন করতে চাই। বলেই মিতিন অভিরূপের দিকে তাকিয়েছে, যদি কিছু মনে না করেন...

—নো প্রবলেম। আমি ভেতরে যাচ্ছি। অভিরূপ যেতে গিয়েও থমকাল, আপনার জন্য চা সরবত পাঠিয়ে দেব?

—নো থ্যাংকস্। একটু জল খাওয়াতে পারেন। ঠাণ্ডা।

অভিরূপ অন্দরে মিলিয়ে যেতেই কথা শুরু করল মিতিন, দেখুন মিসেস চৌধুরী, আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন কাল সকালে আপনার পুত্রবধূকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে?

—জানি। লালবাজার থেকে ফোন এসেছিল।

—আপনি কি ভাবতে পেরেছিলেন আপনার পুত্রবধূ এমন একটা কাজ করতে পারে?

—না। মহিলার স্বর ভেজা ভেজা, আমি কিছুই ভাবতে পারছি না।

—আপনার সঙ্গে তার সম্পর্ক কেমন ছিল?

—খুব ভালো ছিল বলব না। আমার ছেলেকে যে অত কষ্ট দিয়েছে, তাকে কী করে আমি...?

—বিয়ের পর থেকেই কি সে আপনার ছেলেকে কষ্ট দিয়েছে?

—তা কেন! ওদের তো মোটামুটি মিলমিশই হয়েছিল। আমিও তখন লেখাকে মাথায় করে রেখেছিলাম। কিন্তু যেদিন থেকে আমার ছেলেটা অসুস্থ হয়েছে, লেখা বড্ড অবহেলা করেছে তাকে।

www.MurchOna.com

—চিত্রলেখার চাকরি করাটাও তো আপনার পছন্দ ছিল না?

—আমার স্বামীরও পছন্দ ছিল না।

—স্বাভাবিক। আপনাদের সংসারে তো অর্থের তেমন প্রয়োজন নেই।

—বলুন? আপনিই বলুন? মহিলা আঁচলের খুঁটে চোখ মুছলেন, সমু বড়ো ভালোবাসার কাঙাল ছিল। একটু বউয়ের সঙ্গ চাইত। বউকে সব সময়ে কাছে কাছে চাইত। অথচ মেয়েটা কী নিষ্ঠুরভাবে ওকে ছেড়ে চলে গেল।

কাজের লোক ট্রেতে জল নিয়ে এসেছে। বছর পঁয়ত্রিশের এক কালোকুলো বউ। মিতিনের জল শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল বউটা, তারপর ট্রে নিয়ে চলে গেল, ঘুরে তাকাতে তাকাতে।

মিতিন আলগাভাবে জিজ্ঞেস করল, এ কি আপনাদের রাতদিনের লোক?

—না। সকালে আসে, সন্ধেয় যায়।

—একাই সব করে?

—আর একজন আছে। গোপালনগরের দিক থেকে আসে। কাচাকুচি করে, ঘরদোর মোছে...। রান্নাবান্না সব এই সুবালাই করে।

—হ্যাঁ, যা বলছিলাম। মিতিন আবার প্রসঙ্গে ফিরল, আপনার ছেলের সঙ্গে ছেলের বউয়ের সম্পর্ক অন্য রকম ঠিক কবে থেকে হয়েছে? অসুখের শুরু থেকেই?

—বলতে পারেন।

—তা সে কতদিন হবে?

—ধরুন, প্রায় তিন সাড়ে তিন বছর।

—চিত্রলেখা তো এ-বাড়ি ছেড়েছে মাত্র আট ন মাস আগে, অ্যাদ্দিন তা হলে সে এখানে পড়ে ছিল কেন?

—আমার স্বামীর প্রখর ব্যক্তিত্ব ছিল। তাকে অমান্য করে চাকরিতে বেরোত বটে, তবে এবাড়ি ছেড়ে যাওয়ার তখন সাহস পায়নি। আচার-আচরণও লেখার তখন অনেক ভদ্র ছিল। আমার স্বামী চলে যাওয়ার পর লেখা লাগামছাড়া হয়ে যায়। দু মিনিটের জন্যও সমুর ঘরে ঢুকতে চাইতো না। আলাদা শুত, নিজের খেয়ালখুশি নিয়ে থাকত। আমার ছেলেটা যে একা একা গুমরে মরছে...

—আপনি বউকে বোঝাননি?

—দেখুন, মেয়েদের মন বারমুখো হয়ে গেলে সে তখন একটা অন্য জগতে চলে যায়। শাশুড়িকে সে তখন কেয়ার করবে কেন?

—তার মানে আপনার তরফ থেকে আপনি যা বলার বলেছিলেন?

—হ্যাঁ। নিজের মান বাঁচিয়ে যতটুকু বলা যায়।

www.MurchOna.com

—আচ্ছা, চিত্রলেখা যে সেদিন এ-বাড়িতে আসছে, আপনি জানতেন তো?

—অভিকে ফোন করে বলেছিল। মানে আমার ছোট ছেলেকে।...

—কেন আসছে জানতেন?

—অভির মুখে শুনেছিলাম।

—এ বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার পর চিত্রলেখা কি ফোনটোন করত?

—সমুই করত। আমি লাইন ধরে হ্যান্ডসেটটা সমুকে দিতাম...

মিতিন দেখছিল মহিলাকে। এখন আর সৌম্যরূপের মার চোখে জলের আভাস নেই, স্বরও অনেক দৃঢ় শোনাচ্ছে।

অনুচ্চ স্বরে মিতিন বলল, সেদিন চিত্রলেখা আসার পর তার সঙ্গে কোনও কথা হয়েছিল?

—না। সারাদিন ধরে ভেবেছিলাম নিজেকে সংযত রাখব, কিন্তু ওকে দেখামাত্র মাথাটা কেমন গরম হয়ে গেল।

—বেরিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে।

—হ্যাঁ। উল্টে দিকের ফ্ল্যাটে গিয়ে বসেছিলাম।

—তখন বাজে ক'টা?

—ঘড়ি তো দেখিনি। তবে হবে আটটা কুড়ি পঁচিশ।

—আপনার ছেলের মৃত্যু হয়েছে তো রাত নটায়?

—ডক্টর পাঁজা তো তাই বলছেন।

—তখন আপনি পাশের ফ্ল্যাটেই?

—হ্যাঁ। রানিদির সঙ্গে কথা বলছিলাম। কথা বলার সময়ে রানিদির ঘড়িতে ঢংঢং করে নটা বেজেছিল, আমার মনে আছে।

—আপনি ওখান থেকে ফিরলেন কখন?

—প্রায় সাড়ে নটার কাছাকাছি। লেখা তখন চলে গেছে।

—তারপর আপনি ছেলের কাছে গেলেন?

—সমু লেখাকে অসম্ভব ভালোবাসত। লেখাকে ছেড়ে থাকতে সমুর খুব কষ্ট হত। সেই লেখা ডির্ভোস পেপার সই করিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আবার বিয়েও করবে শুনছি...। মহিলার গলা সহসা দুলে গেল, আমি কিছুতেই ও ঘরে পা রাখতে পারছিলাম না। তাও মায়ের প্রাণ... দরজায় এসে একবার দাঁড়ালাম। দেখলাম সমু তখন ঘুমোচ্ছে...

—আপনি জানতেন চিত্রলেখা আবার বিয়ে করছে?

www.MurchOna.com

—ও মেয়ের হায়া-শরম কিছুই ছিল না। সমুকে নিজেই একদিন ফোনে বলেছিল।

—ও, আচ্ছা। মিতিন ঘরে একবার আলগা চোখ বোলাল। সুদৃশ্য কাঠের শো-কেশের মাথায় এক যুবকের হাস্যমুখ ছবি, মালা পরানো।

ছবিটার দিকে চোখ রেখেই মিতিন বলল, চিত্রলেখা আবার বিয়ে করতে চায় শুনে আপনার ছেলের কী রিঅ্যাকশান হয়েছিল?

—প্লিজ, ওই প্রশ্নটা আমায় করবেন না। আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে।

—সরি। মিতিন সামান্য অপ্রস্তুত বোধ করল। একটুক্ষণ ভেবে নিয়ে বলল, তা ছেলের ঘরে উঁকি দিয়ে আপনি কোথায় গেলেন?

—নিজের ঘরে। আলো নিবিয়ে শুয়েছিলাম।

—দরজা থেকে আপনার নজরে পড়েনি, স্ক্যাম্প ভেন সেটে সিরিঞ্জটা লাগানো আছে?

—নজর করা উচিত ছিল। খেয়াল করিনি । আর দেখতে পেলেই বা কী হত? সমু তো তখন আর নেই।

—পরে সাড়ে দশটায় ছেলেকে খাওয়াতে গিয়ে দেখলেন....

মহিলা মাথা নাড়ালেন। বড়ো একটা শ্বাসও ফেললেন যেন।

—ছেলের জন্য কী খাবার ছিল সেদিন?

—চিকেন... না না ভেজিটেবল স্টু। আর টোস্ট। মশলা দেওয়া খাবার সমু আর হজম করতে পারত না

—শেষ প্রশ্ন। আপনার ছেলে বেডরিডন্ ছিল, নার্স রাখেননি কেন?

—নার্স এসেছে মাঝে মাঝে। সমুর খুব বাড়াবাড়ি হলে...। সমু নার্সের সেবা পছন্দ করত না।

—এমনি সময়ে তাহলে কে করত সব?

—আমি।

—আপনি?

—আমি ছাড়া কে করবে? আর কে ছিল সমুর?

—ও হ্যাঁ, আর একটা প্রশ্ন। আপনার স্বামীর কি কোনও উইল ছিল?

—উইল করার সে সময় পেল কোথায়। তবে এই ফ্ল্যাট গাড়ি সবই আমার নামে। একটা জমিও আছে আমার নামে, সল্টলেকে। ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট জয়েন্ট ছিল, এখন আমিই হ্যান্ডেল করি।

—ওয়ান মোর কোয়েশ্চেন। এটাই লাস্ট। আপনার ছেলের কোনও এল আই সি ছিল?

—ছিল একটা। লাখ দুয়েক টাকার।

www.MurchOna.com

—আপনার পুত্রবধূ নিশ্চয়ই নমিনি?

—না। পলিসিটা ও চাকরি পেয়েই করেছিল। বিয়ের আগে। আমার ছোট ছেলে নমিনি। হয়তো বউ-এর নামেই ট্রান্সফার করে দিত, সে সুযোগই বা পেল কই।

মিতিন দু এক সেকেন্ড চোখ বুজে রইল। তারপর বলল, আপনি এখন যেতে পারেন। ছোট ছেলেকে কাইন্ডলি পাঠিয়ে দিন।

ধীরে পায়ে উঠে গেলেন মহিলা। ড্রয়িংহল পেরিয়ে একেবারে কোণে বুঝি তাঁর ঘর,পরদা সরিয়ে ঢুকে গেলেন সেখানে। সে ঘর থেকেই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে অভিরূপ।

হেলান দিয়ে বসে দু হাত সোফার কাঁধে ছড়িয়ে দিল, আপনি তো প্রাইভেট ডিটেকটিভ, তাই না?

মিতিন বেশ অবাক, কী করে জানলেন?

—লালবাজারে এক্ষুনি ফোন করেছিলাম...

—ও। আমি জেনুইন কিনা কনফার্ম করে নিলেন?

—সে তো করতেই হয়। প্রেস এসে যা জ্বালাচ্ছে। অভিরূপ মুখ বেঁকাল, বলুন কী জানতে চান?

বাহ্ বেশ স্মার্ট তো। মিতিন একটু ঝোঁকে নিতে চাইল ছেলেটাকে। ভুরু কুঁচকে বলল, আপনার তো ঘটনার দিন যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে প্রোগ্রাম ছিল, তাই না?

—পুলিশ তো ভেরিফাই করে নিয়েছে।

—কটায় প্রোগ্রাম ছিল?

—নটা-ফটাতেই ছিল। স্টেজে ওঠার সময় ঘড়ি দেখিনি।

—আপনাদের পপ-টপ তো একটু রাতের দিকেই হয়। দশটা এগারোটার আগে শুরু হয় না। ঠিক বলছি?

—সেদিন হয়েছিল।

—পুলিশ কিন্তু এটা কনফার্ম করেনি।

—মানে? আপনি কী বলতে চাইছেন?

—আমি জানি আপনাদের প্রোগ্রাম শুরু হয়েছিল সাড়ে দশটায়। মিতিন অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ল একটা, নটা থেকে সাড়ে দশটা আপনি কোথায় ছিলেন?

অভিরূপের মুখ সাদা হয়ে গেল। তোতলাতে শুরু করেছে,—ক'ককে.. কে বলল? !

আন্দাজ লেগে গেছে। মিতিন মনে মনে হাসল।

কড়া গলায় বলল, সেটা জানার প্রয়োজন নেই। আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।

—আআআমি একজন বন্ধুর সঙ্গে ছিলাম।

www.MurchOna.com

—বন্ধু?

—না মানে.. বান্ধবী।

—কী নাম?

—পল্লবী। পল্লবী সেন। আমি সাড়ে নটা অবধি ওর সঙ্গে ছিলাম, বিশ্বাস করুন। তারপর গিয়ে গ্রুপে জয়েন করি। আপনাকে পল্লবীর ঠিকানা, ফোন নম্বর দিচ্ছি, খবর নিয়ে দেখতে পারেন। আমরা দুজনে একসঙ্গে গোলপার্কের মোড়ে....

—আপনার বান্ধবীর সাক্ষ্য টেনেবল্ হবে না। তাকে ইন্টারেস্টেড পার্টি বলে গণ্য করা হবে।

—আপনি আমায় ভয় দেখাচ্ছেন কেন? অভিরূপের গলা করুণ হয়ে গেছে, আমি কি দাদাকে মারতে পারি?

—কেন নয়? দুনিয়ায় ভ্রাতৃহত্যা অতি কমন ঘটনা।

—কিন্তু কেন মারব? দাদার যা শরীরের হাল হয়েছিল, যা মেন্টাল কন্ডিশান ছিল, দাদা তো যে কোনওদিন হার্টফেল করে মারা যেত।

—আর দাদা মারা গেলে আপনিও দাদার এল. আই. সিটা পেয়ে যান। মোরওভার পৈতৃক সম্পত্তিরও আর কোনও ভাগীদার থাকে না।

—এ কী বলছেন? আমি এসব কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি।

—হয়তো তাই। কিন্তু আপনাকে সন্দেহ করার যথেষ্ট যুক্তি আছে , নয় কি?

—বিশ্বাস করুন, আমি না। আমি কারুর কোনও সাতে পাঁচে থাকি না। দাদার কথা ভাবলে আমার কান্না পায়।

—আর বউদির কথা ভাবলে? মিতিনের গলা হিমশীতল, তিনি অ্যারেস্ট হওয়ায় আপনি নিশ্চয়ই খুশি হয়েছেন?

—কেন? খুশি হব কেন?

—প্রথমত, আপনি ঝুটঝামেলা থেকে বাঁচলেন। মানে পুলিশের টানাহেঁচড়া থেকে। সেকেন্ডলি টাকাপয়সার আর একটা সম্ভাব্য দাবিদার কমে গেল। থার্ডলি, তিনি আপনার দাদাকে অনেক কষ্ট দিয়েছেন। তিনি বিপাকে পড়ায় আপনার আনন্দ পাওয়ারই কথা।

অভিরূপ ঠোঁট টিপে রইল একটুক্ষণ। মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে, সেদিকে তাকাল একবার। তারপর চোখ নামিয়ে নিচু গলায় বলল, ফ্র্যাঙ্কলি একটা কথা বলব? বউদি দাদাকে মেরেছে, এটা এখনও আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না।

—কেন? তিনি তো অতি নিষ্ঠুর প্রকৃতির মহিলা ছিলেন? আপনার দাদাকে এই অবস্থায় ছেড়ে গিয়েছিলেন?

www.MurchOna.com

—এ সময়ে বলা উচিত নয়, তাও বলছি। আমার দাদাও বউদির ওপর কম মেন্টাল টর্চার করেনি। সারাক্ষণ খিটখিট, মেজাজ , অশ্রাব্য গালাগালি... বউদির মতো ডিগনিফায়েড মেয়ে কেন সহ্য করবে বলুন? কত দিন বরদাস্ত করবে? মাত্র ছ'মাস ঘর করেছে বলে সারাজীবন রুগী ঘাঁটতে হবে? একটা খিটখিটে পঙ্গু স্বামীর সঙ্গে থাকতে হবে? অবশ্য দাদার দিক দিয়ে দাদাও ঠিক। একটা টগবগে ইয়াং ছেলে হঠাৎ যদি পারমানেন্টলি ইনভ্যালিড হয়ে যায়, তার তো কিছু সাইকোলজিকাল প্রবলেম হতেই পারে। আমি অমন অবস্থায় পড়লে হয়তো আমারও হত।

অনিশ্চয় মজুমদার যতটা অপোগণ্ড বলেছিলেন, তত যেন অপোগণ্ড নয়। ঘটে বেশ যুক্তি-বুদ্ধি আছে ছোকরার।

মিতিন টেরচা চোখে তাকাল, তার মানে আপনি বলতে চাইছেন আপনার বউদি খুনী নন?

—এ কথা তো বলিনি। হয়তো বউদিই...। সেদিন সেই মোমেন্টে কী ঘটেছিল, কেমন করে বলব? হয়তো দাদা এমন কিছু করেছিল, বউদি উত্তেজনার মাথায়...। অভিরূপ ঢোক গিলল, আমি বলছিলাম, বউদিকে অপরাধী ভাবতে আমার ভালো লাগছে না।

—আপনার বউদির ওপর বেশ উইকনেস আছে মনে হচ্ছে?

—না। আমি নিউট্রাল। আমি যা দেখেছি বুঝেছি, তাই বলছি।

—আপনি জানেন, আপনার বউদি আবার বিয়ের কথা ভাবছিলেন?

—আমি সবই জানি। দোষও দেখি না কিছু। আফটার অল তারও তো একটা লাইফ আছে। কেন একটা ইনভ্যালিড লোকের জন্য সে পচে মরবে? প্রত্যেকেরই নিজের মতো করে বাঁচার অধিকার আছে। বউদি যখন সেদিন ফোন করে ডির্ভোসের কথা বলল, আমি বলেছিলাম তোমার এ ডিসিশান আরও আগে নেওয়া উচিত ছিল।

নাহ্ ছেলেটার ওপর বেশ শ্রদ্ধাই জাগছে। মিতিন চোখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, আপনার মার সঙ্গে বউদির সম্পর্ক কেমন ছিল?

—মা একটু রিজার্ভড প্রকৃতির। তবে মা একেবারে দাদাঅন্ত প্রাণ। দাদা কষ্ট পেলে...। অবশ্য মা কোনওদিনই বউদিকে মুখে কিছু বলেনি। অ্যাটলিস্ট আমি যত দূর জানি।

— হুম, পুরো এপিসোডটাই বড় স্যাড। মিতিন উঠে দাঁড়াল, আচ্ছা, আপনার মা বলছিলেন দাদা মারা যাওয়ার সময়ে তিনি রানিদির ফ্ল্যাটে ছিলেন। কোন ফ্ল্যাটটা রানিদির?

www.MurchOna.com

—ঠিক উল্টো দরজাটাই।... আপনি কি এখন ওখানেও যাবেন নাকি?

—এই মিনিট পাঁচ সাত। অল্প দুচারটে কথা আছে আর কি।

—কার সঙ্গে কথা বলবেন? সে তো এক ঢকঢকে বুড়ি। মা যে কী করে ওর সঙ্গে কমিউনিকেট করে। চোখে দেখে না কিছু, আপন মনে বিড়বিড় করে যায়....

মিতিন থমকাল সামান্য, ও বাড়িতে আর কে আছেন?

—আছে বুড়িরই স্যাঙাৎ এক আধকালা ঝি। অন্নদামাসি। হাঁটতে হাঁটতে দরজা পর্যন্ত এল অভিরূপ, বুড়ি খুব বড় বাড়ির বউ ছিল। সিংহগড়ের জমিদার বাড়ির একমাত্র ছেলের বউ। এই যে আমাদের কম্পাউন্ডটা, গোটাটা ওদের জমি ছিল। বুড়ির ছেলেরাও ঘ্যাম ঘ্যাম। কেউ স্টেট্‌সে, কেউ কানাডায়...। বড়ো বড়ো নাতিনাতনি আছে।

মিতিন বিনা মন্তব্যে শুনছিল। দরজায় এসে বলল, আপনার মাকে বলবেন, চললাম। তবে দরকার হলে আবার এসে জ্বালাব কিন্তু।

অভিরূপ ঘাড় নাড়ল। হাসল সামান্য, মুখে কিছু বলল না।

তিন

রানি লাহিড়ীর ফ্ল্যাটে ঢুকে মিতিন ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। এ তো এক মিনি রাজপুরী! দেওয়ালে ইয়া বড়ো বড়ো অয়েল পেন্টিং, মোষের মাথা, বাঘের চামড়া, সিলিং-এ পেল্লাই ঝাড়লণ্ঠন। আস্ত বাঘ আছে একখানা, পিতলের। তবে সবেতেই বেশ ধুলোর আস্তরণ।

অন্নদা মিতিনকে রানি লাহিড়ীর ঘরে নিয়ে এল। প্রায় মানুষ সমান উঁচু আবলুস কাঠের পালঙ্কে আধশোয়া হয়ে আছেন বৃদ্ধা রানি। কুঞ্চিত চামড়া, শনের দড়ির মতো চুল, টকটকে রং বাদামী মেরে গেছে। চোখের মণি সব্‌জেটে। অস্বচ্ছ কাঁচের গোলক যেন।

অন্নদা চেঁচিয়ে বলল, মা পুলিশের লোক এয়েচে।

রানি খরখর করে উঠলেন— কী ব্যাপার বলো তো বাছা? সেদিনও এসে এক গাদা জেরা করে গেলে, আজ আবার এয়েচ?

মিতিন বলল, আজ জেরা নয়। আপনার সঙ্গে আজ গল্প করতে এসেছি।

—ওমা, এ যে মেয়ে পুলিশ। কালে কালে কত কী হল, পিঠে পুলির ন্যাজ গজাল। মেয়েছেলেও প্যায়দা হয়েছে। তা বাছা, সমু মরল বলে তোমরা বারবার আমার কাচে আসচ কেন?

—বারে, সমুর মা আপনার বন্ধু না?

www.MurchOna.com

—অপর্ণার কতা বলচ? আহা বড়ো দুঃখী মেয়ে। ছেলেটাকে নিয়ে কটা বছর বেচারার কী আতান্তরই না গেল।

—আপনার কাছে এসে খুব কান্নাকাটি করতেন বুঝি?

—এক জায়গায় তো মানুষকে হালকা হতে হয়। আমার ছেলেরা থেকেও নেই, অপর্ণার ছেলেটা বেঁচে মরে ছিল। দুজনে দুজনকে মনের কথা বলে দুঃখু জুড়োতুম। বিধাতার কি লীলা। সেই ছেলেকেও বউ মেরে দিয়ে গেল। ঠিক হয়েচে মাগী ধরা পড়েচে। ভগবান মাতার ওপর আচে না...।

মেল ট্রেনের মতো কথা বলে চলেছেন রানি। হঠাৎ দেওয়ালঘড়িতে বাজনা বেজে উঠল। বিচিত্র এক সুর, বিদেশি। থামতেই ঢং ঢং ঢং... বারোটা বাজছে। কবজি ঘুরিয়ে নিজের ঘড়ি মিলিয়ে নিল মিতিন।

বৃদ্ধাকে থামানোর জন্যই বলল, আপনার ঘড়ির আওয়াজটা তো জব্বর?

—আমার ছোট ছেলে পাটিয়েচে। কানাডা থেকে। আওয়াজটা বড্ডো জোর, শুনলে বুক কেঁপে যায়। রানি মাড়ি বিছিয়ে হাসলেন, তবে মজাও আচে। ঘর অন্ধকার করে দিলে এ ঘড়ি আর বাজবে না।

মিতিন অনুসন্ধিসু চোখে তাকাল। ওপরে নীচে দুটো কালো কালো টিপ রয়েছে ঘড়িটার। ফটো সেল্? আজকাল অবশ্য এ ঘড়ির কলকাতাতেও ছড়াছড়ি। ঘন্টা যখন বাজছে, আলো নিবিয়ে দাও, ওমনি আওয়াজ বনধ্।

বৃদ্ধা আপন মনে বিড়বিড় করে চলেছেন, আমি তো এই ঘন্টার ভয়ে আলোই জ্বালি না। দিনের বেলাটুকু কান বুজে কাটিয়ে দিই, ব্যস সন্ধে হলেই নিশ্চিন্দি। আলো না জ্বললে আমার কী বলো? অন্ধের কী বা দিন, কী বা রাত্রি।

—বটেই তো। মিতিন ঘাড় দোলাতে গিয়েও থেমে গেল। বলল, অপর্ণা দেবী যে বললেন, আপনার ঘড়িতে সেদিন নটা বাজল...।

—বেজেছিল তো। অপর্ণা বলল, নটা বেজে গেছে, এবার দেকি আস্তে আস্তে ঘরে যাই.. বউটা হয়তো এতক্ষণে বিদেয় নিয়েচে...

—উনি কি ঘন্টা বাজার পরেই চলে গেলেন?

—না। তার পরেও তো ছিল কিছুক্ষণ।

—ঘন্টা বাজার ঠিক আগেই কি এসেছিলেন?

—দাঁড়াও একটু ভেবে নিই। বৃদ্ধার গোটা মুখ কুঁচকে গেল। পরক্ষণেই উদ্ভাসিত, মনে পড়েচে। ঘন্টা বাজার অনেক আগেই এয়েচিল। কান্নাকাটি করচিল খুব। আমি কত মাতায় হাত বোলালুম...। একটু শান্ত হয়ে, সুস্থির হয়ে অন্নদাকে পান কিনতে পাটালো। পান আনার পরই তো ঘরে চলে গেল।

www.MurchOna.com

—ও! আচ্ছা মাসিমা, উনি কি এসে বউয়ের নামে খুব নিন্দে করতেন?

—নিন্দে ও কারওরই করত না বাছা। দুষত নিজের কপালকে।

—আপনার সঙ্গে বউটার আলাপ ছিল?

—ছিল একটু আদটু। বড়ো বিদ্যের দেমাক ছিল মাগীর, আমার সঙ্গে বেঁকা সুরে কথা বলত। যা, এখন জেলের লপ্‌সি খা।

কিছু না বলতেই অন্নদা এক কাপ চা নিয়ে এসেছে। চুমুক দিয়েই উঠে পড়ল মিতিন। অন্নদার সঙ্গে কথা বলতে বলতে বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে। এবার লিফ্‌ট ধরেই নামল, সিঁড়ি বেয়ে নয়। একা মনে ভাবতে ভাবতে কখন যেন গেটের বাইরে। চওড়া ফুটপাথ ধরে হাঁটছে। ওপরে শ্রাবণের মলিন আকাশ, নীচে এক বিষণ্ণ দিন। দিনটা যেন সেঁধিয়ে যাচ্ছিল মিতিনের বুকের ভেতর। একটা ছবি ফুটে উঠছে আবছা, মিলিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎই মস্তিষ্কের কোষে বিদ্যুতের ঝলসানি। মিতিন দাঁড়িয়ে পড়ল। এক সেকেন্ড চোখ পিটপিট করে ভাবল কী যেন, তারপরই উল্টো মুখে দৌড়েছে। সোজা আকাশলীনা। হাঁপাতে হাঁপাতে সিকিউরিটি কাম দারোয়ানের ঘরে ঢুকল।

মিনিট দশেকের মধ্যেই সিকিউরিটির ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে মিতিন। মুখ তার বর্ষার আকাশের মতো থমথমে।

চার

অভিরূপ দরজা খুলে চমকে গেল, আপনি আবার?

মিতিন ভারি গলায় বলল, বলেছিলাম তো, দরকার হলে আবার আসতে পারি।

—বলুন কী দরকার?

—আপনার মাকেও ডাকুন। এক সঙ্গেই দুজনকে বলব।

আওয়াজ পেয়েই বুঝি অপর্ণা বেরিয়ে এসেছেন ঘর থেকে। বিস্মিত চোখে দেখছেন মিতিনকে।

দুজনের দৃষ্টি উপেক্ষা করে মিতিন সোজা সোফায় গিয়ে বসল। কেটে কেটে বলল, চিত্রলেখা ফাঁসিকাঠে ঝুললে আপনার কি ভালো লাগবে অপর্ণা দেবী?

অপর্ণা নিরাসক্ত চোখে তাকালেন, অনেক পাপের ফল তো ভুগতেই হবে।

—তার থেকেও বড়ো পাপ কিন্তু আপনি করেছেন। আপনিই সৌম্যরূপকে মেরে ফেলেছেন।

—কী পাগলের মতো কথা বলছেন? অভিরূপ চেঁচিয়ে উঠল, কী বলছেন আপনি জানেন?

—ঠিকই বলছি। অপর্ণা দেবী সজ্ঞানে, সুপরিকল্পিত ভাবে, ঠাণ্ডা মাথায় আপনার

www.MurchOna.com

দাদাকে হত্যা করেছেন। মিতিন সরাসরি অপর্ণার চোখে চোখ রাখল, অঙ্কটা ফেঁদেছিলেন খুব ভালো, কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারেননি।

অপর্ণা নতমস্তকে দাঁড়িয়ে। অভিরূপ একবার মাকে দেখছে, একবার মিতিনকে, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

—বুঝবেন। বলি। দৃশ্যগুলো আমি পর পর সাজিয়ে দিচ্ছি, ভুল হলে অপর্ণা দেবী সংশোধন করে দেবেন। চিত্রলেখা সেদিন ঘরে ঢোকা মাত্র অপর্ণা দেবী বেরিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু বেশিক্ষণের জন্য নয়। আবার ফিরে এলেন। স্বামী স্ত্রীতে কথা হচ্ছে, পর্দার এপার থেকে নিঃসাড়ে শুনছেন। বুকের মধ্যে কান্না জমে উঠছে, সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধও। চিত্রলেখার ঘুমের ইঞ্জেকশান দেওয়া দেখলেন অপর্ণা দেবী। সত্যিই ছোট সিরিঞ্জ খুঁজে না পেয়ে রাইলস টিউবের জন্য রাখা পঞ্চাশ সিসির সিরিঞ্জটা দিয়েই সৌম্যরূপকে ঘুম পাড়িয়ে দিল চিত্রলেখা। ব্যাথায় ছটফট করছিল সৌম্যরূপ। শুধু ব্যাধির যন্ত্রণায় নয়, মনের ব্যথাতেও। দেখে সহ্য হচ্ছিল না অপর্ণা দেবীর, চিত্রলেখা বেরোনোর মুখে মুখে তিনি সরে গেলেন নিজের ঘরে। ওঁর ঘরটা একটেরে। সৌম্যরূপের ঘর থেকে বেরোনোর সময়ে দেখাই যায় না প্রায়। চিত্রলেখা চলে যাওয়ার পরই ছেলের ঘরে এলেন অপর্ণা, হাতে তখন তার গ্লাভস্। অথবা রুমাল। পুত্রবধুর দয়া দেখিয়ে স্বামীকে ঘুম পাড়ানো, তখন তার মাথায় আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। উনি নিজে ডাক্তারের স্ত্রী, এয়ার এম্বলিজম কী করে করতে হয় ওঁর জানা আছে। বুকে পাথর চেপে ঘুমন্ত ছেলের হাতে বাতাস ইনজেক্ট করলেন অর্পণা দেবী। বুদ্ধিও অপর্ণা দেবীর অতি ক্ষুরধার, দশ পনেরো মিনিট অপেক্ষা করে ছুটলেন সামনের ফ্ল্যাটে। অন্ধকার ঘরে শুয়ে আছেন রানি লাহিড়ী, তাঁর ঘরের আলো জ্বাললেন, তাঁর সঙ্গে কথা শুরু করলেন। মনের মধ্যে তখন তার তোলপাড় চলেছে, কথা বেরোচ্ছে না। শুধুই কান্না আসছে...। কাঁদতে কাঁদতেও হিসেব ভোলেননি। ঠিক দশটা বাজার মিনিট কয়েক আগে অন্নদাকে পান কিনতে পাঠিয়ে দিলেন। ঠিক দশটার বাজার পর ঘন্টা বাজা শুরু হল। এক দুই তিন চার....। কথা বলতে বলতে এক পা এক পা করে সুইচবোর্ডের দিকে সরে যাচ্ছেন অপর্ণা দেবী, নবম ঘন্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আলো অফ্। দশম ঘন্টা আর বাজল না। অন্ধ রানি লাহিড়ী কিছুই টের পেলেন না, কিন্তু তাকে নটার ঘন্টা বাজার কথাটা অপর্ণা দেবী স্মরণ করিয়ে রাখলেন। এবং অন্নদা ফেরার পর তিনি নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে এলেন। তখনই প্রায় সাড়ে দশটা। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ডাকলেন, তারপর পুলিশ....। যেভাবে যা চেয়েছিলেন অপর্ণা দেবী, সবই পর পর ঘটতে লাগল। একে তিনি মা, তার ওপর নটার অ্যালিবাই তাঁর করাই আছে, তাই তিনি আগাগোড়াই সমস্ত সন্দেহের

www.MurchOna.com

উর্ধ্বে থেকে গেলেন। কিন্তু একটা কথা মাথায় আসেনি। অন্নদাকে কায়দা করে তিনি হঠিয়ে দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু সে যে চিত্রলেখা যাওয়ার প্রায় এক ঘন্টা পরে ফ্ল্যাটবাড়ি ছেড়ে বেরোচ্ছে, এ তথ্য সিকিউরিটির কাছ থেকে সহজেই উদ্ধার করা যায়। অতএব নটার সময়ে চিত্রলেখাও চলে যাচ্ছে, আবার নটার সময়ে অন্নদাও বেরোচ্ছে— দুটো তো কিছুতেই মেলানো যাবে না। তাছাড়া যিনি ছেলের জন্য এত কনসার্নড, তিনি ছেলেকে ভেজিটেবিল স্টু দিচ্ছিলেন, না চিকেন স্টু তাও ঠিক ঠিক মাথায় রাখতে পারেননি। কারণ, তিনি তো ছেলেকে সেদিন খাবারই দেননি। তার আগেই...। মিতিন একটু থামল। একটানা কথা বলে হাঁপিয়ে গেছে, দম নিল খানিক। তারপর বলল, চিত্রলেখার ওপর আপনার এত আক্রোশ অপর্ণা দেবী? নিরীহ মেয়েটাকে এভাবে ফাঁসাতে চাইছিলেন?

সহসা অপর্ণার চোখ মুখ বদলে গেছে। বিকৃত গলায় চিৎকার করে উঠলেন, যা করেছি, বেশ করেছি। আমার ছেলের ভালোর জন্য করেছি। দগ্ধে দগ্ধে মরার হাত থেকে ওকে মুক্তি দিয়েছি আমি। যে ওকে এত কষ্ট দিয়েছে, তাকেই বা আমি ছাড়ব কেন?

চিৎকার ক্রমশ কান্নায় বদলে যাচ্ছে। বুকফাটা কান্নায় ডুকরে ডুকরে উঠছেন অপর্ণা। গোটা ফ্ল্যাট মথিত হচ্ছে হাহাকারে।

মিতিনের বুকটাও মুচড়ে মুচড়ে উঠছিল। আহা রে, একজন মা কত যন্ত্রণা পেলে তবেই না এভাবে সন্তানকে.....! পুত্রস্নেহ এত তীব্র হয়!

মিতিন এখন কী করবে ? নিঃশব্দে চলে যাবে এখান থেকে?

না, তা হয় না। চিত্রলেখাকেও তো বাঁচাতে হবে।

কাঁপা কাঁপা পায়ে টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গেল মিতিন।

MAARON BATAS by SUCHITRA BHOTTACHARYA

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com